হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ফযিলত

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِّنِّيْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ يُرِيْبُنِيْ مَا اَرَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَا اٰذَاهَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

১। হযরত মিছওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "ফাতেমা আমারই অংশ। যে ফাতেমাকে অসন্তুষ্ট করবে সে আমাকেই অসন্তুষ্ট করলো। অন্য বর্ণনায় এসেছে- যা ফাতেমাকে অনিষ্ট করে তা আমাকেও অনিষ্ট করে। যা ফাতেমাকে কষ্ট দেয়- তা আমাকেও কষ্ট দেয়। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَةُ اَلَا تَرْضِيْنَ اَنْ تَكُوْنَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

২। অর্থঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত, রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "হে ফাতেমা! তুমি কি এতে রাজী নও যে, তুমি বেহেস্তের নারীদের সর্দার হবে? (বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّيْتُ بِنْتِيْ هٰذِهِ فَاطِمَةَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَطَمَهَا وَمُحِبِّيْهَا مِنَ النَّارِ -

৩। অর্থঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আমি আমার এই বেটির নাম রেখেছি ফাতেমা- কেননা ফাতেমা অর্থ মুক্তি প্রাপ্তা। আল্লাহ তায়ালা

ফাতেমাকে এবং তাঁর ভক্তদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। (দায়লামী ও সাওয়ায়েকে মুহরিকা পৃঃ ১৮৮)

৪। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতির খাসায়েসে কুব্‌রা ৪৫ পৃঃ ও ইবনে হাজর আসকালানীর উসদুল গাবাহ ২য় খন্ড ৫২৩ পৃ উল্লেখ আছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন বিবি ফাতেমার সোয়ারী ময়দানে হাশরে আগমন করবে- তখন ফিরিস্তারা হাশরবাসীকে ডাক দিয়ে বলবে-

يَا اَهْلَ الْجَمْعِ غُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ حَتّٰى تَمُرَّ-

অর্থঃ হে হাশরবাসীগণ! তোমরা হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (দঃ) থেকে তোমাদের দৃষ্টি নীচু করে রেখো। এমতাবস্থায় হযরত ফাতিমা পুলসিরাত পার হয়ে যাবেন।

৫। উক্ত খাসায়েস গ্রন্থের ২য় খন্ড ২২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

تَمُرُّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ مَعَ سَبْعِيْنَ اَلْفَ جَارِيَةٍ مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ كَمَرِّ الْبَرْقِ -

অর্থঃ হযরত ফাতেমা (রাঃ) সত্তর হাজার হুর বেষ্টিতা হয়ে বিজলীর ন্যায় পুলসিরাত পার হয়ে যাবেন।

৬। নূরুল আবছার গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَبِلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحَسَنِ فَلَمْ اَرٰى لَهَا دَمًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اَرٰى لِفَاطِمَةَ دَمًا فِيْ حَيْضٍ وَّلَا نِفَاسٍ فَقَالَ اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ اِبْنَتِيْ طَاهِرَةٌ مُّطَهَّرَةٌ

অর্থঃ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত- তিনি বলেন- হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা হযরত হাসান (রাঃ) কে প্রসব করার পর তাঁর কোন রক্তপাত আমি দেখিনি। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! হযরত ফাতেমার হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় আমি কোন প্রকার রক্তপাত হতে দেখিনি। হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- হে আসমা! তুমি কি জাননা, আমার মেয়ে তাহেরা ও মোতাহ্হারা- পাক ও পবিত্রা।

হযরত ফাতেমার লকব সমূহঃ

(১) যাহ্রা (২) তাইয়েবা (৩) তাহেরা (৪) মুনিরা (৫) মোতাহ্হারা (৬) সিদ্দিকা (৭) আফিফা (৮) মুনিফা (৯) আলেমা (১০) ফাজেলা (১১) আবেদা (১২) যাহেদা (১৩) ছাজিদা (১৪) রাকিয়া (১৫) কামিলা (১৬) সাবেরা (১৭) শাকেরা (১৮) নাছেরা (১৯) মানসুরা (২০) সাদেকা (২১) সাঈদা (২২) রাহেমা (২৩) রাশেদা (২৪) মাসুমা (২৫) মাখদুমা (২৬) সায়েমা (২৭) আসেমা (২৮) শাফিকা (২৯) মুশফিকা (৩০) মোহ্তারামা (৩১) মোকাররমা (৩২) আলেমা (৩৩) মুয়াল্লিমা (৩৪) রাদিয়া (৩৫) মারদিয়া (৩৬) হাশেমিয়া (৩৭) কারশিয়া (৩৮) ওয়াছিলা (৩৯) কাফিলা (৪০) কাছিমা (৪১) নাছিহা।